যায়যায়দিন

13 AUG 2009

তারিখ ... 13 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের শাস্তির নতুন বিধান আসছে

নিখিল ভদ্র

পাবলিক পরীক্ষায় কোনো প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য হলে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায়ে সে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বেতন কর্তন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের এমপিওভুক্তি স্থগিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথমবার সতর্কীকরণসহ পর্যায়ক্রমে তিন বছরে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চিন্তাভাবনা চলছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দ্রুতই এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা সরকারের কাছে পাঠাবে বলে জানা গেছে। সুপারিশে সরকারি স্কুলগুলোর জন্যও একই ধরনের শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার বিধান রাখার কথা বলা হবে।

স্কুল-কলেজ প্রধানের বেতন কর্তন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এমপিও বাতিল হবে

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি পরীক্ষায় কয়েক বছরেও ন্যূনতম চারজন পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি অনুদানের অর্থ বা এমপিও স্থগিত করা হয়। সে সময় এক বছরে একজনও পাস করতে পারেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক বিধান : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪৮ থেকে ৯১টিতে নেমে আসে। তবে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চলতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় ৭২টি প্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষার্থী ফেল করলেও এমপিও স্থগিত করেনি সরকার। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের মতে, শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। এর আগেই সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিলে সে প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো করবে কি করে? তবে মন্ত্রীর সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

সংসদীয় কমিটির স্থায়ী কমিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাবলিক পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থী পাস করতে না পারলে সে

বিধান : শতভাগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও কর্মচারীর বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে যে শিক্ষক সফলভাবে পাঠদান করে থাকেন তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ অবস্থা রহিত করে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও যে যে শিক্ষকের ব্যর্থতার কারণে প্রতিষ্ঠানের সব ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যে বিষয়ে কোনো ছাত্রছাত্রীই পাস করেনি সে বিষয়ের শিক্ষকের এমপিওভুক্তি স্থগিত করা যেতে পারে এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে প্রধান শিক্ষকের বেতন কর্তনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। অনুরূপ অবস্থায় সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কমিটির মতে, ব্যর্থতার দায় সব শিক্ষকের ঘাড়ে না চাপিয়ে ফেল করা বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এতে করে সফলভাবে শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে থাকেন এমন শিক্ষকরা বঞ্চিত হবেন না।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বিষয়টি এখনো খসড়ার পর্যায়ে। চূড়ান্ত করার আগে আরো আলোচনার প্রয়োজন হবে। অনেক দিক বিবেচনা করতে হবে। সরকারি অনুদান বন্ধ করে সেসব প্রতিষ্ঠানকে আরো সমস্যার মধ্যে ঠেলে দিতে চান না তারা। তিনি বলেন, সংসদীয় কমিটির বৈঠকে তারা আলোচনা করেছিলেন যেসব প্রতিষ্ঠানে একেবারে কোনো পরীক্ষার্থী পাস করতে পারে না সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান শিক্ষকের বেতন কর্তন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের এমপিওভুক্তি স্থগিত করা যায় কি না। এখন তারা ভাবছেন শাস্তির বিধান করা হলেও তা একবারে প্রযোজ্য করা হবে না। পরপর তিন বছর ওইসব প্রতিষ্ঠান একই ঘটনা ঘটালে শাস্তির আওতায় আনা হবে। প্রথমবার তাদের সতর্ক করা হবে। এর পরের বছর ২৫ শতাংশ, তারপর ৫০ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে পুরো অনুদান স্থগিত করা হবে।

উল্লেখ্য, চলতি বছর এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি পরীক্ষায় সারাদেশের ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। এর মধ্যে ২১টি স্কুল, ২৭টি মাদ্রাসা এবং ২৩টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শতভাগ ফেল করা স্কুলের মধ্যে আছে ঢাকা বোর্ডে সাতটি, রাজশাহী বোর্ডে তিনটি, যশোর বোর্ডে দুটি, চট্টগ্রাম বোর্ডে একটি, বরিশাল বোর্ডে সাতটি, সিলেট বোর্ডে একটি এবং দিনাজপুর বোর্ডে একটি প্রতিষ্ঠান। ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৭৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অকৃতকার্য হয়েছে বা ফেল করেছে ৩ লাখ ৮ হাজার ১৩৬ জন। মানবিক শাখায় অকৃতকার্যের সংখ্যা বেশি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী ফেল করেছে ইংরেজি বিষয়ে। এর পরেই রয়েছে অঙ্ক।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, অন্য বছরগুলোর তুলনায় শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে এসেছে। ২০০৮ সালে একজনও পাস করতে পারেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৯১টি। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ছয়টি, রাজশাহী বোর্ডে আটটি, যশোর বোর্ডে চারটি, চট্টগ্রাম বোর্ডে দুটি, বরিশাল বোর্ডে ১১টি, সিলেটে বোর্ডে তিনটি, মাদ্রাসা বোর্ডে ৪০টি ও কারিগরি বোর্ডে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল করেছে। এছাড়াও ২০০৭ সালে ২৪৮টি, ২০০৬ সালে ১৯৩টি, ২০০৫ সালে ৪২৪টি, ২০০৪ সালে ৫৪৮টি এবং ২০০৩ সালে ৯৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।